নিজভূমে পরবাসী

রানা মুখোপাধ্যায়

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের জাদুবাস্তবতার কাহিনী সমগ্রের মধ্যে "Clandestine in Chile" একটি বিরল ব্যতিক্রম। একেবারে সাংবাদিক বিভঙ্গে নিজেকে উহ্য রেখে মিগেল লিত্তিনের জবানীতে তিনি এক সাবলীল উত্তেজনাপূর্ণ অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অভিযাত্রীর চমকপ্রদ অভিযানও হার মেনে যায় লিত্তিনেরক্যামেরা নিয়ে চিলি অভিযানের কাছে। উল্লেখ থাক যে, চিলি থেকে সামরিক জুন্টা কর্তৃক নির্বাসিত মিগেল লিত্তিন বারো বছর পর মিথ্যা পরিচয়ে জাল পাসপোর্ট, এমনকি সাজনো বৌ নিয়ে পিনোচেতের পুলিশের সামনে দিয়ে বেপরোয়া ক্যামেরা চালিয়ে পিনোচেতের পিছনে ২০ হাজার ফুট ফিল্মের লেজ লা গিয়ে (তাঁর ছেলে-মেয়ের কাছে সেটা ছিল তাঁর অভিযানের পূর্ব প্রতিশ্রুতি) বহাল তবিয়তে ফিরে গেছেন আবার প্রবাসে। গার্সিয়া মার্কেস লিখিত এই রোমহর্ষক কাহিনীই আমাদের আলোচনার বিষয়। এবং এই কাহিনী যে চিলির সর্বময় কর্তা পিনোচেতের কতটা হৃদয়বিদারক ছিল তা বোধ করি একটি ঘটনা থেকেই প্রমা ণিত। চিলিতে এই বইটি জাহাজ থেকে নামামাত্রই বারো হাজার কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়। এর আগে লিত্তিন নির্মিত ছবি "Land not ours" একইভাবে ধবংসীভূত হয়। গণতন্ত্রকে মানুষের মন থেকে মুছে দেবার যে পবিত্র শপথ পিনোচেত নিয়েছিল এই বই পোড়ানো তার আর একটি দিক। লিত্তিন ফিল্ম করিয়ে আর গার্সিয়া মার্কেস ফিল্ম সম্পর্কে দাণ উৎসাহী। তিনি "Latin American Film Institute" স্থাপন করেছেন। তিনি তো 'কি করে চিত্রনাট্য হয়' এনামে একটা বইও লিখেছেন। কোলোম্বিয়ার যুদ্ধবিধবস্ত অত্যাচারদীর্ণ ক্ষতবিক্ষত বিবেকের একেবারে কাছেই অবস্থান চিলির। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, এই দুজনেরকেউই সাহিত্যে, শিল্প কিংবা চলচ্চিত্রের ওপর তথাকথিত প্রগতিশীলতার মার্কা দেগে দিতে চান নি। মার্কেস সাহিত্যের সোসালিজ্‌মে ঝিস্ত নন, আর লিত্তিনতো কোনো একসময় বলেছিলেন 'নন্দনতত্ত্ব রাজনীতির আত্মাকে পুর্নজীবিত করে'। এই উপন্যাসে আসলে কোনো ঘটনার বর্ণনা নয় এ আসলে দুই শিল্পী মননের যুগলবন্দি রোমাঞ্চিত করে। চিলির প্রমিথিউসকল্প প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আইয়েন্দে তাঁর প্রাক নির্বাচনী প্রচারে ঘোষণা করেছিলেন 'The national system of popular culture will be particularly concerned with the development of the film industry and with the preparation of special programmes for the mass communication of media.' এবং পপুলার ইউনিটি সরকারের সময়ে লিত্তিন চিলির চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পেয়েছিলেন এবং তাঁর দশমাসের কার্যকলে চিলির চলচ্চিত্রকে এক নতুন দিগন্তের দিকে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এবং নিতান্ত ভাগ্যবশেই ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে থেকে রক্ষা পান। তাঁর স্ত্রী এলি এসেছিল তাঁর মৃতদেহ নিতে যেতে। যাই হোক, তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র- 'Jackle of Nehueltoro.' ১৯৬০ এর দশকে বাস্তব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নির্ম্মিত। এরপর ৭০ এর দশকে হয়েছে 'The Promised Island' যদিও তা চিলিতে শেষ হয়নি। ''Clandenstine……'' যে-চলচ্চিত্র নির্ম াণের কাহিনী তা আসলে একটি তথ্যচিত্র। এই তথ্যচিত্রটি একথা প্রমাণে সপ্রতিভ যে, চিলির সিনেমার সম্ভাবনা– যা পিনোচেতের সক্রিয় প্রচেষ্টায় শেষ করার চেষ্টা করা হয়েছে ফিল্ম পুড়িয়ে, স্টুডিও ভেঙে, বই-প্রচারপত্র পুড়িয়ে-চলচ্চিত্র কর্মীদের খুন, গ্রেফতার, ধর্ষণ করে-নির্বাসনে পাঠিয়ে আজও সমান সজীব প্রতিবাদে উজ্জ্বল এবং বিদ্রূপেও সমান সপ্রতিভ। লিত্তিনের কৃতিত্ব এখানেই। এই তথ্যচিত্রটি 'Acte General de Chile (Chile's General Act)' ন ামে বিখ্যাত। পিনোচেতের সদাশয় শাসন ব্যবস্থায় চিলির জনজীবনের ছবির অনুসন্ধানে ধাবমান মিগেল লিত্তিন আর তিনটি দল-একটি ইতালীয়ান, একটি ডাচ আর একটি ফরাসী। পিনোচেতের সুরম্য উদ্যান থেকে প্রত্যন্ত শ্রমিকদের বসবাসকেন্দ্র গুলি, মানোদা প্রাসাদ থেকে নেদার বিলাসবহুল ইলসানেগ্রার পদ্মফুল ভেসে য াওয়া কবিতার সরোবরা-আমলা থেকে সেনাবাহিনী ও পুলিশ, প্রতিরোধ বাহিনী থেকে সাধারণ মানুষ এবং তাদের পূর্বাপর অভিজ্ঞতা ও মত বিনিময়ের মধ্য বিস্তৃত তাঁর সাউন্ড ট্রাক। এ শুধু ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে জনজীবনের সচল প্রবাহ লক্ষ্য করা নয়। এ ফিল্মেমেকারের আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানও যা যেন চিলির ম ানুষেরই আত্মপরিচয় পুনদ্ধারের পালা, নিজেদের নদীর মত প্রবহমান ইতিহাসের বিভ্রান্তি মোচন করে এক অখন্ড ঐতিহাসিক বোধে পৌঁছনো তার বহুমাত্রিক অস্তিত্ব সত্ত্বেও। লিত্তিনের নিজের ভাষায় ঃ "…..the artists, 'functoin in Latin' America is to hold up a lantern from where she is, in order to make visible the course of history, our trajectory, so that may be after a million years we can actually stand up, and say I am a Latin American : and underline our specifities." গার্সিয়া মার্কেসের মিশনও তাই। "শত বর্ষের নিঃসঙ্গতা" সেই আত্মানুসন্ধান। আর এই জন্যেই কার্পেন্তিয়েরের আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের অ ালেখ্য "হারানো পদক্ষেপ" লিত্তিনের সব সময়ের সাথী।

(২)

এবার আমরা দেখে নেব চিলির ইতিহাসটা। কোলোম্বিয়ার মত চিলিও স্পেনের বিজয়বার্তার চিহ্ বহন করে আছে। নোবেল পুরস্কারের বক্তৃতায় গার্সিয়া মার্কেস বলেছিলেন, ম্যাগেলানেরপ্রথম বিশ্ব ভ্রমণের সহযাত্রী ফ্লোরেন্সের নাবিক আন্তোনিও পিগাফেত্তার লেখা ভ্রমণ কাহিনীর কথা যেখানে লাতিন আমেরিকাকে এক উদ্ভট

অসম্ভবের রাজত্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে, আবার আর একটি পর্যবেক্ষক দল মন্তব্য করেছিল, রেলপথগুলো যেন সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয় কারণ লোহা এ অঞ্চলে দুর্লভ। সোনা এখানে বাস্তব হলেও লোভের প্রতীক—এলদোরাদোর কল্পনাও এই সোনার লোভ থেকে যা, থেকে লাতিন আমেরিকা আজও রক্ষা পায় নি। চিলি ছিল এতই অতিথিবৎসল দেশ যার তামা, ক্ষার, সোনা আর পরিশ্রমী মানুষ ডেকে এনেছিল স্পেনীয় দিগ্বিজয়ীকে। ত্নন্দ্বস্তুক্তজপ্স স্তুন্দ্ব দ্ধপ্তুস্তুল্লন্ত্র’ র ১৫৪০ সালের একটি চিঠি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। চিঠিটি এরকম, “এই রকম দেশ আগে কখনও আবিষ্কার হয় নি। (এ দেশে) স্বাস্থ্যকর, জনবহুল, উর্বর এবং শান্ত, পরিবেশও সন্তোষজনক, আর আছে সোনার খনি প্রচুর লোক-গবাছুর আর সবথেকে বড় সংবাদ হল এর বিশেষ গুণের সোনা।” এই পরিবেশ এবং প্রাচুর্য্যে ছুটে এসছিল অভিযাত্রী এবং দস্যুরা। এই সোনার খনি, স্থানীয় জনসমুদয় এবং স্পেনীয় ঔপনিবেশিক এই ছিল চিলির তিন শতাব্দীর ইতিহাস। ঔপনিবেশিক এবং চিলির স্থানীয় মানুষের দীর্ঘ যুদ্ধই ছিল চিলির তিনশো বছরের ইতিহাস। স্থানীয় আদিবাসিরা শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু চিলি খ্যাত হয়েছে “স্পেনীয়দের সমাধি” এই নামে। স্বাধীনতার পর ঔপনিবেশিক চেহারা বদল করে। অস্ত্রের পরিবর্তে সে ধরে টাকার থলি যার সভ্য নাম বিনিয়োগ। আর অস্ত্রের নতুন নাম হয় পুঁজি। ঊনবিংশ শতাব্দির পৃথিবীর অধিপতি বৃটেন প্রবেশ করল চিলিতে। এ ব্যাপারে তার অঙ্কটা ছিল এরকম ঃ যদি সে এখানে ঠিকমত দানটা ফেলতে পারে তাহলে পৃথিবীর সদ্য স্বাধীন দেশগুলির বাজারে তার দাঁড়াবার জায়গার অভাব হবে না। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর চিলির স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ। ১৮১৭ থেক ১৮২৩ এর মধ্যে ব্রিটিশ পণ্যের রপ্তানী হাজার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তখনও আমেরিকাও চিলির বাণিজ্যের অন্যতম দাবীদার হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তখন ব্রিটিশ অনেক এগিয়ে। প্রায় সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরেই বহাল থাকবে বৃটিশ প্রভুত্ব, বিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগ পর্যন্ত, যতদিন না আমেরিকা পুরোপুরি দখল করে নিচ্ছে চিলির বাণিজ্যে। ১৮৭৫এ বৃটেনের ব্যবসার প্রায় ৪৯ শতাংশ চিলির সঙ্গে। চিলির তামা উৎপাদন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেয় সে। তামা প্রস্তুতকারকদের এই শর্তে ঋণ দেওয়া হয় যে, তামা শুধু বৃটিশ ক্রেতার কাছেই বিক্রী করা হবে। অর্থনৈতিক আধিপত্যের পাশাপাশি বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদি সত্ত্বাটিও ১৮৭৯ এ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এবার সে চিলির অন্যতম উৎপন্ন ক্ষারের দিকে হাত বাড়ায়। ১৮৮২ সালে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ করত ক্ষার শিল্পের ৩৪ শতাংশ আর চিলির ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল ৩৬ শতাংশ। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে দেখা যাচ্ছে উত্তর চিলির শিল্পকেন্দ্রগুলির আর্থিক বৃটিশের হাতে। ক্ষার শিল্পে বৃটিশ বিনিয়োগের পরিমাণ ১ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ড পর্যন্ত। এভাবে চিলির ক্ষার নিয়ে ব্যবসা করে কার্যত চিলিকে রিক্ততার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়ে ছিল। ক্ষারের কারখানাগুলোর অবস্থাও অতীব কণ। শ্রমিককে অর্থের বদলে দেওয়া হত ধাতুর টুকরো যার বিনিময়ে কোম্পানীর দোকান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস তারা সংগ্রহ করতে পারত। সেখানে দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যও অন্যান্য জায়গার থেকে অনেক বেশী। এছাড়া সামান্য অবাধ্যতাও দৈহিক শাস্তির কারণ হতে পারত। কাজ করার সময় ছিল লিখিতভাবে বারো ঘন্টা কিন্তু আসলে শ্রমিককে কাজ করতে হত চোদ্দ থেকে ষোল ঘন্টা এবং যে সমস্ত administrator দায়িত্বে থাকত তারা রাজার ক্ষমতা ভোগ করত। পাঠক, আপনারা নিশ্চয় গার্সিয়া মার্কেসের “শত বর্ষের নিঃসঙ্গতা’র কথা মনে পড়বেই। সেখানে ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীরকলার ব্যবসাদারদের রাজত্বও একই রকম। কিন্তু চিলির ক্ষার ব্যবসায় চিলিকে ক্রমাগত তার দেশীয় উৎপন্নের অধিকারথেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা জন্ম দেয় প্রতিবাদের। প্রতিবাদি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট লিবারেল পার্টির নেতা Jose Manuel Balmaceda. তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। এর আগে বহু প্রেসিডেন্ট এসেছেন, গেছেন-সংগঠিত হয়েছে রাজনৈতিক সংঘাত ও সংঘর্ষ এবং সন্ত্রাসের ভিতর দিয়ে ক্ষমতা দখল। হয়েছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ— সীমান্তবর্তী পে ও বলিভিয়ার মধ্য। রাজনীতিতে স্থান নিয়েছে রোমান ক্যাথলিক চার্চ যারা পরবর্তী অবস্থায় আরো রাজনৈতিক গুত্ব পাবে। এরই মধ্যে এক টুকরো উজ্জ্বল আলো বালমাসেদা। চিলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবকে তিনি দিলেন ভাষা। তাঁর শাসনকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্ষতিকর দিকগুলিকে তিনি চাইলেন নিরস্ত করতে, আর চাইলেন চিলির জন্য আরও সম্মান ও স্বাধীনতা। বঞ্চিত ক্ষার শ্রমিকদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হল তাঁর কন্ঠে। স্পেনীয়দের বিদ্ধে প্রতিরোধী আদিবাসীদের ভূমিকায় তাঁকে দেখে চমকে উঠল সাম্রাজ্যবাদিরা এবং বৃটিশের কাছে তিনি অপ্রিয় হয়ে গেলেন। বালমাসেদা চেয়েছিলেন চিলির অর্থনৈতিক অখন্ডতা। ফলত বিদ্রোহ-সংগঠিত করল রোমান ক্যাথলিক ক্লার্জির প্রিয়তম শক্তিগুলি যেগুলি বলাবাহুল্য ব্রিটিশেরই পঞ্চম বাহিনী। নৌবাহিনীর অফিসার Jose Monte ছিলেন বিদ্রোহিদের নেতা। তারা নিজেদের Congressionalist বলত। বালমাসেদা আত্মহত্যা করলেন। মনে রাখতে হবে পরবর্তী কালের খ্রীষ্টান ডেমক্রেটিক পার্টিই রোমান ক্যাথলিক চার্চের আসল অভিব্যক্তি যাকে দেখা যাবে পরে আরো বিপুল ক্ষমতায়। মনে রাখতে হবে বালমাসেদার কণ্ঠস্বর শঙ্কিত করে তুলেছিল সাম্রাজ্যবাদিকে এবং আগামী দিনেও করবে।

এই সময় থেকে চিলির বাণিজ্যে থাবা বসাতে শু করে আমেরিকা। অন্যান্য দেশও ছিল। ১৯১৪ সালে আমেরিকার বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াল লাতিন আমেরিকায় বিনিয়োগকৃত অর্থের ২০ শতাংশ। ১৯২০ সালের পর থেকেই চিলিতে আমেরিকার অবাধ আধিপত্য। ক্ষার শিল্প, তামার খনি, বিদ্যুত উৎপাদন, পরিবহন, টেলিফোন সবই চলে এল আমেরিকার নিয়ন্ত্রনে। ১৯৩০ সালে আমেরিকার বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ালো ৭২ কোটি ডলার। ১৯৪০ থেকে ৪৪ চিলি সাহায্য হিসাবে ঋণ পেয়েছে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ ডলার শতকরা ৪ টাকা সুদে। একই সময়ে আমেরিকার তামার কোম্পানী লাভ করেছে তিন কোটি আটত্রিশ লক্ষ ছাপান্ন হাজার ডলার। এ পরিসংখ্যান থেকে একথা প্রমাণিত কি পরিমাণ লাভ তারা করেছে। আর শাসকশ্রেণীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁবেদারে পরিণত হতে হয়েছে ক্ষমতায় আসীন থাকার সূত্রে খুলে দিতে হয়েছে দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার। প্রেসিডেন্ট এদুয়ার্দো ফ্রেই এর আমলে তথাকথিত তামা শিল্পের জাতীয়করণ নয় চিলিকরণ আসলে একটি ধাপ্পা যা আসলে আমেরিকাকে উপঢৌকন দেবার অসীম আয়োজন। আসলে আখেরে চিলির লাভ হয়নি কিছুই, বরঞ্চ আমেরিকার তামার খনিগুলো লাভ করেছিল অনেক। ব্রাডেন কপার কোম্পানীকে জাতীয়করণ করতে চিলির সরকারকে ৫১ শতাংশ শেয়ার বাবদ দিতে হয়েছিল ৮ কোটি ১০ লক্ষ ডলার। কোম্পানীরহিসেব অনুযায়ী এই খনির মূল্য ছিল ৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ডলার অর্থাৎ খনির মূল্যের ১২৩ গুণ দেওয়া হয়েছে অর্ধেক শেয়ার মূল্য হিসেবে। যার অর্থ হল ব্রাডেন কোম্পানী গ্র্যাটিস্ বাবদ পেল ৫ কোটি ডলার। এ আসলে একটা হিসেব। ১৯৬৭ সালের শেষে আমেরিকার কাছে চিলির ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৬০ কোটি ডলার—একই সঙ্গে চিলির অর্থনীতি আমেরিকার কোম্পানীগুলোকে দিচ্ছিল বাৎসরিক ৩৫ কোটি ডলার।

এই সময় চিলির যৌথ মূলধনী শিল্পের ৪০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতো বিদেশী পুঁজি। অবশিষ্ট শিল্প ছিল চিলির ব্যক্তিগত মালিকানায়। কি ছিল তাদের হাতে? কাপড় শিল্প, ছাপাখানা, খাদ্যের কিছুটা। আর রাষ্ট্রের হাতে ছিল ইস্পাত, তেল এবং রেলওয়ে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পগুলিতে মুষ্টিমেয় অংশীদারদের হাতেই ছিল আসল ক্ষমতা। ৮৫ শতাংশ কোম্পানীর ৫০ শতাংশের শেয়ার ছিল দশজন বড় অংশীদারদের হাতে। চারটি বড় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানীর তিনটিতেই বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকৃত হয়েছিল। এ ঘটনা ১৯৬৭ সালের। চিলির সরকার জাতীয় শিল্পকে চাঙ্গা করার একটা বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু সেখানেও চিলির শিল্পপতিদের অংশ কিনে নিয়ে আমেরিকা সেই সরকারী ব্যবস্থাও নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল।

এহেন বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে দেখে নেওয়া যেতে পারে এক নজরে দেশের সামাজিক অবস্থাটা। ১৯৬৮ তে দেখা যাচ্ছে প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার ৮৫.৬। প্রতি ছত্রিশ মিনিটে একটি শিশুর ক্ষিদের জ্বালায় মৃত্যু হচ্ছে। এর কারণ হিসাবে দেখা যাচ্ছে নোংরা পরিবেশ, পুষ্টির অভাব, হাসপাতালে গীর আধিক্য ইত্যাদি। শ্র

মিকেরা ন্যূনতম মজুরি হিসাবে পাচ্ছে দিনে ৭.৪ escudos যা একটি ছয় জনের পরিবারে পালনের পক্ষে অপ্রতুল। আবাসন সমস্যা -১৯৭০ সালে বাসগৃহের অভাব-ভাবা হচ্ছে ৫,১৮,৪৩১। জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ বাস করছে Poblaciones callampas এ যেখানে বিদ্যুতবিহীন কুটিরের সারি এবং সেখানে কোনো পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই। আছে অস্থায়ী আবাস। শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল তথৈবচ। জরাজীর্ণ স্কুল বাড়ি,'জানালার ভাঙা কাঁচ পাল্টানো হয় না। বসার জায়গা না থাকায় বাচ্চারা ডেস্কের ওপর বসে---বই তো বিলাসিতা।

কৃষি ব্যবস্থাও ছিল আদ্যিকালের (Latifiandios) এবং ১৯৬৬ সালে C.D.P. কর্তৃক কৃষিব্যবস্থা সংস্কার আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত এ চিত্র পাল্টায় নি। প্রতি বছর চিলিই কৃষি পণ্য রপ্তানী করত ৩০ লক্ষ ডলার যা ৪০ বছর আগেও এক রকম ছিল। আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের মূল্য ছিল ২০০ লক্ষ ডলার। চিলির জনসংখ্যা ছিল মাত্র এক কোটি আর আবদযোগ্য জমির পরিমাণ ১ কোটি দশ লক্ষ হেক্টর। তার মধ্যে মাত্র ২৬ লক্ষ হেক্টর জমি চাষ করা হত। এ ছাড়া চিলির জনসংখ্যার ৫ শতাংশ ছিল আদিবাসী mapuche সম্প্রদায় যাদের নিষ্ঠুরভাবে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছিল। তাদের জন্য তথাকথিত সংরক্ষণ খুব একটা কাজে পরিণত হয়নি। এবং latifundistas-রা তাদের জমি জবর দখল করে নিচ্ছিল। ফলত বহুধাব্যাপ্ত দারিদ্র্য, অসুখ এবং অশিক্ষা।

এহেন সামাজিক পরিস্থিতিতে চিলির প্রবহমান রাজনীতির দিকে তাকানো যেতে পারে। চিলির রাজনীতি সাধারণভাবে দক্ষিণ পন্থীরাই নিয়ন্ত্রণ করেছেন Arturo Alessendri ছ১৯২০-২৪ এবং '১৯৩৩-৩৮গ্ল, Carios Ibanez (1922-31 - 1952-64), Jose Alessendri (1958-64). চরমপন্থীরা ক্ষমতায় ছিল ১৯৩৩-৫২ পর্যন্ত। এর পরেই এল ভিদেলার সরকার। এই হচ্ছে সেই ভিদেলা যার পক্ষপুটে সযত্নে লালিত হয়েছিল আইয়েন্দে পরবর্তি চিলির ত্রাস পিনোচেত। ভিদেলার সহযোগীদের মধ্যে কমিউনিষ্টরাও ছিল। এবং ভিদেলার প্রথম কাজ হল গণতন্ত্র রক্ষার অজুহাতে তাদের ছেঁটে ফেলা। ভিদেলার কমিউনিষ্ট বিরোধিতা পিনোচেতের কাছে হয়ে উঠেছিল অবশেসন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে চিলির রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক দল অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করে যাচ্ছিল। যদিও ১৯৩২ সালে মাত্র ১২ দিনের জন্য একটা সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল এবং যথারীতি দক্ষিণপন্থীদের বিদ্রোহে তাও বারো দিনের বেশী স্থায়ী হয় নি। কিন্তু চিলিতে রোমান ক্যাথলিক চার্চ ছিল ক্ষমতাশালী। Jose Alessendri Rodriquez- এর আমলে কমিউনিষ্ট পার্টি ও খ্রীষ্টান ডেমক্রেটিক পার্টি আইনগতভাবে স্বীকৃত হয়। এবং দশমবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে ছিল করব্যবস্থার সংস্কার, গৃহ নির্মাণ প্রকল্প এবং কৃষি সংস্কার। ১৯৪৪-এর নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসেন ফ্রেই। তাঁর তামা খনির তথাকথিত চিলিকরণ বামপন্থী এবং সংস্কারপন্থীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরী করে কিন্তু সন্ত্রাস অব্যাহত থাকে। পরবর্তী সরকার আইয়েন্দের সরকার। কিন্তু এই সমাজতন্ত্রী সরকারের পূর্বাবস্থার ইতিহাসের অবস্থাটা জেনে নেওয়া দরকার।

১৯২০ সালে সোসালিস্ট ওয়ার্কারসপার্টি নির্বাচলে প্রথম প্রার্থী দেয়। ১৯২০ সালে ওয়ার্কারাস ফেডারশন অফ চিলির এক্সিকিউটিভ কমিটি ঐ দলকে ইংলিশ লেবার পার্টির লাইনে রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করতে চায়। ১৯৩৬ সালে সমস্ত বাম দলগুলো সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পপুলার ফ্রন্ট তৈরি করে। এটা তৈরির পিছনে উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, এমন একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করা, যিনি ফ্যাসিবাদের বিদ্ধে এবং গণতন্ত্রের পক্ষে সর্বশক্তি নিয়োজিত করবেন। ১৯৩৮-এ পপুলার ফ্রন্টের আমলেই জনসমাগমের অধিকার, প্রেসের স্বাধীনতা এবং ধর্মঘটের অধিকার পুর্নস্থাপিত হয়। কিন্তু এই পপুলার ফ্রন্ট জনগণের আকাঙ্খা পূর্ণ করতেই পারে নি, চিলির লুঠ হয়ে যাওয়াতো দূরের কথা।

(৩)

মনে রাখতে হবে এই পরবর্তী ঘটনাচত্র এবং গার্সিয়া মার্কেসের অনুভবকে। অনেকে মার্কেসের এই লেখাকে আরোপিত বলেছেন। এ প্রসঙ্গে লিন্ডিন বলেছেন ঃ When he showed me the manuscript I was scared for the very first time. His narrative was as raw and spontaneous as our conversations had been. লিন্ডিনের কথা মনে রেখেই আমাদের যাত্রা শু। এখানে যে বাকি ইতিহাসটা আছে তা হল সালভাদোর আইয়েন্দের জয়যাত্রা এবং এযাবত প্রচলিত গড্ডালিকা প্রবাহে একটা মোড় যার মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে জীবন দিয়ে। তার পরেই শু স্বৈরাচার এবং সন্ত্রাস যা লিন্ডিনকে নির্বাসনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল যার কথা আমরা আগেই বলেছি।

লিন্ডিনের মূল উদ্দেশ্য ছিল গোপনে জেনারেল অগাস্তো পিনোচেতের স্বৈরতন্ত্রী শাসনের দুঃসহনীয় বারো বছরের চিলির উপর একটি তথ্যচিত্র তোলা। আসলে বারো বছরের নির্বাসনে দেশের সুখ দুঃখের ছবিটা হারিয়ে গেছে--তাই দেশভ্রান্ত তিনি। তাই নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে, "আর একটি দেশকে নতুন করে আবিষ্কার করার জন্য একজন চিত্রনির্মাতার পক্ষে সেই দেশের মধ্য গিয়ে ছবি তোলা ছাড়া অন্য কোনো নিশ্চিত পন্থা নেই।" আসলে এই আবিষ্কারই তার দেশকে নতুন করে পাওয়া এবং দেশবাসীর চিন্তায় বর্তমান অতীতের চেহারাটা জনসমক্ষে দাঁড় করানো যার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বলতায় প্রতিভাত হবেন প্রমিথিউসকল্প রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আইয়েন্দে আর চিলির প্রাণের কবি পাবলো নেদা, যাঁদের উত্তরাধিকার নিজের ধমণীতে লিন্ডিন বহন করে চলেছেন। চিলি ও তার ঐতিহ্য এবং পিনোচেতের সন্ত্রাস পীড়িত মানুষের যুগপৎ উপস্থাপনই লিন্ডিনের মূল উদ্দেশ্য আর, একটু ইচ্ছে পিনোচেতকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করা।

কিন্তু চিলিতে পা দিয়েই হতাশার বোধ গ্রাস করে লিন্ডিনকে, কারণ বারো বছরআগে অক্টোবরের বৃষ্টি ঝরা রাতে তিনি যে চিলি থেকে নির্বাসনে পাড়ি দিয়েছিলেন, তাকে আর চিনতে পারলেন না। পুদাহুয়েল বিমান বন্দরের ঝলমলে আলো লিন্ডিনকে হতাশ করে ফেলল। "আমার মত কারো পক্ষে আরষ্টাই হল খুব খারাপ, যারা স্বৈরতন্ত্রের শয়তানি সম্বন্ধে নিশ্চিত, যারা চাইছে তাদেরব্যর্থতার পরিষ্কার প্রমাণ দেখতে.....। আমার উদ্বেগ এবার খোলাখুলি নৈরাশ্যে ভরে গেল।" এই হল চিলি দর্শনের প্রথম প্রতিত্রিয়া। সান্তিয়াগোর পরিচ্ছন্ন আলোকিত রাস্তাগুলো এবং নতুনভাবে গড়ে ওঠার মানোদা প্রাসাদ তাঁর হতাশা বাড়িয়েই চলল। কিন্তু এটাও মনে হল "এরই সাহায্যে চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলচে হাজার হাজার মানুষের রক্ত যাদের খুন করা হয়েছে, যারা লোপাট হয়ে গেছে আরো সংখ্যায় দশ গুণ যাদের নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে।" তিনি দেখলেন, " কেউ কথা বলছে না, কোনো নির্দিষ্ট দিকে দেখছে না, কোনো অঙ্গভঙ্গি নেই, ধূসর ওভারকোটে ঢাকা, প্রত্যেকেই যেন একা, এ এক অচেনা শহর। মুখগুলো ভাবলেশহীন, কিছুরই প্রকাশ নেই। এমন কি ভয়েরও নয়।" দমিত চেতনার শহর---অদৃশ্য কেউ যেন চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দৃশ্যমান ভিক্ষারত অসংখ্য ছোটো ছোটো বাচ্চারা। কিন্তু পুরনো টেলিভিসন স্টেশন দেখেই লিন্ডিনের মনে পড়ল সালভাদোর আইয়েন্দের পপুলার ইউনিটির সমাবেশের কথা। পাবলো মিলানেসের গান "আমি আবার হাঁটবো রক্তাক্ত সান্তিয়াগোর রাস্তায়।" Popular Unidad- আইন্দের সরকার।

সালভাদোর আইয়েন্দে গসেনস ছিলেন পেশায় একজন ডাক্তার এবং চিলির সোসালিষ্ট পার্টিরস্রষ্টা তথা প্রাণপুষ। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ধারাবাহিকতা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একটা স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিল যা বামপন্থী রাজনীতিকের কাছেও ঈর্ষার বিষয়। পেশায় ডাক্তার আইয়েন্দে ১৯৩৩ সালে সোসালিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সভ্য ছিলেন। ১৯৩৭ সালে Pedro Agirre র সহযোগী হিসাবে একজন পার্লামেন্টেরিয়ান রূপেই তাঁর আত্মপ্রকাশ রাজনৈতিক জীবনে। প্রথম পপুলার ফ্রন্ট সরকারে তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন। ১৯৪২ সালে তিনি সোসালিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী হন। এবং চিলির সুদুর দক্ষিণের সেনেটর নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালে পরবর্তী নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য পপুলার ফ্রন্টের প্রার্থী মনোনিত করা হয় তাঁকে। ১৯৫৮ এবং ১৯৬৪ তে সম্মিলিত বামপন্থীদের প্রার্থীও তিনি। কিউবার বিপ্লব ছিল তাঁর প্রেরণা আর কিউবার নেতা ফিদেল কাস্ত্রো ছিলেন তাঁর বন্ধু। তিনি লাতিন আমেরিকার ঐক্য সম্পাদনের জন্য একটি সংগঠন গঠন করার প্রস্তাব করেছিলেন। মহাদেশীয় জনপ্রিয় এবং বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সংহত করতেই এই প্রস্তাবিত সংগঠনের চিন্তা। পাঠক, তাঁর এই চিন্তায় আপনি তাঁর আক্রান্ত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতেপারেন। আসলে বালমাসেদার মত তিনিও চিলিকে সাম্রাজ্যবাদি শক্তির শিকার ভূমি হিসাবেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রায় এক শতাব্দির ব্যবধানে আইয়েন্দেই হচ্ছেন দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি যিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভিন্ন প্রেক্ষিতে সেই অভিন্ন শোষণ এবং লুঠতরাজ। পাবলো নেদার ভাষায় "ব ালমাসেদার সময়ে বৃটিশ বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থা এবং আইয়েন্দের সময়ে উত্তর আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থা প্ররোচনা, অর্থ, কলাকৌশল এমনকি হত্যাকারী বুলেটটিও সামারিক বাহিনীকে সরবরাহ করেছিল। দুটি ক্ষেত্রেই আমাদের অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের নির্দেশে রাষ্ট্রপতির বাসগৃহকে তছনছ করেধবংস করা হয়। বালমাসেদার ঘরগুলিকে কুড়ুল দিয়ে ভাঙা হয়েছিল। বর্তমানে যুগের বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আইয়েন্দের বাসগৃহকে আমাদের বীর (?) বিমান বাহিনীর সৈন্যরা আকাশ থেকে বোমা ফেলে ধবংস করেছিল।"

১৯৮৩ সালে চিলির সরকার নির্বাসিতদের দেশে ফেরার যে অনুমতির তালিকা প্রকাশ করেছিল তাতে লিত্তিনের নাম ছিল না। এবং যাদের দেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয় নি সেই পাঁচ হাজার নির্বাসিতের তালিকায় নিজের নাম দেখে দেশে ফেরার স্বপ্ন একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলেন মিগেল লিত্তিন। ১৯৮৪ সালে প্যা রিসে দেখা হল প্রতিরোধ বাহিনীরএক উচ্চপদস্থ মানুষের সঙ্গে কথা হল। ইতালীর প্রয়োজক লুসায়ানো বালদুচ্চিও সে আলাপেঅংশ গ্রহণ করে ছিলেন এবং চিলিতে প্রবেশের সেটাই প্রথম পদক্ষেপ। একটি ইতালীয়, একটি ফরাসী আর একটি মিশ্র জাতির, কিন্তু তাদের ডাচ পরিচয় পত্র থাকবে। এই তিনটি দল অ াইনসঙ্গতভাবেই পরিচয়পত্র ও অনুমতিপত্র নিয়ে চিলিতে প্রবেশ করবে। ইতালীর দলটির কাজ হবে মানোদা প্রাসাদের স্থপতি জ্যকুইনো টোয়েস্কার ওপর একটি তথ্যচিত্র তোলা। ফরাসী দলটা চিলির ভৌগোলিক অবস্থাসংক্রান্ত একটি পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যচিত্র তুলবে। আর তৃতীয় দলটির কাজ হবেসাম্প্রতিক ভূমিকম্পের ওপর অনুসন্ধান চালানো। কোনো দলই অপর দল সম্পর্কে কিছু জানাবে না। এই চলচ্চিত্রগুলির নেপথ্যে যে মিগিল লিত্তিনের অবস্থান তা জানাবে শুধু দলনেতা, আর কেউ নয়। তবে প্রত্যেককে কাজের ক্ষেত্রে হতে হবে স্বীকৃত পেশাদার, থাকতে হবে একটা রাজনৈতিক পরিচয় এবং সচেতন থাকতে হবে কাজের ঝুঁকি স ম্পর্কে।

এরপর শু হল অন্য কেউ হয়ে যাবার নাটক। ব্যক্তিত্ব বদলের যুদ্ধ। চলে গেল প্রিয় দাড়ি। বেদনার সঙ্গে বিদায় দিতে হল তাকে। পরিবার পরিজন দাড়িহীন লিত্তিনকে মানতে পারে নি। গ্রীক মা ও প্যালেস্তাইন বাবার কাছ থেকে পাওয়া কালো পিচ রঙের চুল হয়ে গেল বাদামী। বেড়ে গেল টাক। চোখের ভু তুলে নেওয় ার পর ব্যক্তিত্ব গেল বদলে। কনট্যাক্ট লেন্স বদলে দিল দৃষ্টি। উপোস করে কমল ২০ পাউন্ডওজন। জিনস আর লেদার জ্যকেট এর পরিবর্তে গায়ে উঠল দামি বৃটিশ কাপড়ের সুট। নিখুঁত সার্ট--সোয়েটের জুতো, চকচকে টাই। আয়ত্ত করতে হল উগুয়েবাসীর ভঙ্গিমা ও উচ্চারণ। ছাড়তে হল চিলির গ্রাম্য উচ্চারণ। পালট াতে হল হাসি। খোলামেলা স্বাধীনচেতা চলচ্চিত্র পরিচালক থেকে একেবারে মৃত বুর্জোয়া উগুয়েবাসী। অবশ্য সেটাও চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে।

লিত্তিন যখন এই তথ্যচিত্রটি তৈরি করতে এসেছিলেন তখন চিলি অশান্ত হয়ে উঠেছিল বিক্ষোভ বিদ্রোহ ধর্মঘটে, বলাবাহুল্য পিনোচেতের স্বৈরাচারের বিদ্ধে। হুমকি নিপীড়ন সেই বিক্ষোভকে দমন করতে পারে নি। দাঙ্গা দমনকারী পুলিশের বিদ্ধে শুধুই পাথর নিয়ে লড়ে ছিল তণ প্রজন্ম। পিনোচেত সখেদে মন্তব্য করেছিল,' এদের ধারণাই নেই যে চিলিতে গণতন্ত্রের চেহারাটা কেমন ছিল।" এই বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষের মধ্যে স্মৃতিই উজ্জুল। তিনটি দলকেই বলা হয়েছিল যেখানেই সুযোগ পাওয়া যাবে সেখানেই মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে হবে সালভাদোর আইয়েন্দে সম্পর্কে। এর পিছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল-দেশের অতীতকে জানতে হলে সবচেয়ে ভালো হবে আইয়েন্দের প্রসঙ্গ।

পের সীমান্তে থেকে পাতাগোনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আইয়েন্দের নির্বাচন কেন্দ্রগুলি। দেশের প্রতি ইঞ্চি, দেশের মানুষ, তাদের আশা নিরাশা শুধু তিনি জানতেন ন া, দেশের প্রত্যেকে তাঁকে চিনত। অন্য রাজনীতিবিদদের লোকে চিনত খবরের কাগজে, টেলিভিসন রেডিওতে। আইয়েন্দে প্রচার চালাতেন ঘরে ঘরে। এ ব্যাপারে তাঁর ডাক্তার পেশা তাঁকে সাহায্য করেছিল। চিকিৎসা করে, দাবা খেলে, করমর্দন করে, চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি একেবারে মানুষের কাছে চলে এসেছিলেন। আর নির্বাচনী প্রচারে ব্যক্তিত্বের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়েছিল মানুষ। আর তাঁর অসম্ভব পরিশ্রম করার ক্ষমতা এবং চিন্তার সদর্থক গভীরতা মানুষকে বুঝিয়েছিল তিনি তাঁদেরই। নেদা বলেছেন, আইয়েন্দের মত কঠিন পরিশ্রম করার ক্ষমতা আমাদের কার ছিল না। চার্চিলের মত বহুগুণে সমৃদ্ধ ছিলেন আমাদের অ াইয়েন্দে"--

১৯৯৭-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে সালভাদোর আইয়েন্দে বলেছিলেন সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রার কথা। বলেছিলেন, শ্রমিক-এর অগ্রসরতা-কৃষি সংস্কারের প্রয়োগে এবং জাতীয় অর্থনীতিকে একটি মিশ্র চেহারা দেবার কথা যেখানে থাকবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এবং সরকারী উদ্যোগগুলি, আর বিদেশ নীতি হবে আর্ন্তজাতিক ঐক্যের এবং এসবের মধ্যে দিয়ে পরিণত হবেএমন একটি একটি নতুন ব্যবস্থা যাকে "জনগণের রাষ্ট্র" বলে অভিহিত করা যাবে। আইয়েন্দে একজন পার্ল ামেন্টেরিয়ান হলেও তাঁর মুগ্ধতার ক্ষেত্রটি বোঝা অসম্ভব নয়। চিলিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সশস্ত্র বিপ্লব নিয়ে চিলির কট্টর বামপন্থী শক্তিগুলোর মধ্যে যে প্রবল বিতর্ক হয় তারই উত্তর হয়ত সেটা যা আইয়েন্দে একটি ইন্টারভিউতে বলেছিলেন ঃ

আমার উত্তর এই যে, আমরা আসল ক্ষমতা পাব তখন যখন তামা এবং ইস্পাত থাকবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে, ক্ষার থাকবে প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই এবং যখন রাষ্ট্রম াধ্যমে আমরা সুদূরপ্রসারী কৃষি সংস্কার প্রবর্তন করতে এবং রাষ্ট্রমাধ্যমেই আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। .....আমাদের কর্মসূচিতে মূলত তিনটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থাকবে-- জাতীয়কৃত শিল্প, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প এবং মিশ্রক্ষেত্র। এবং যদি এই সমস্ত কাজের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা

করে, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ পুনদ্ধার করে এবং একচেটিয়া ব্যবস্থাকে উৎপাটন করে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে না পারি-তাহলে আমরা জানা নেই কিভাবে আমরা সমাজন্ত্রকে গ্রহণ করতে পারি।"

এর সঙ্গে তিনি আরও বলেন ঃ

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তৈরি করতে হবে এক নতু ন মূল্যবোধ যেখানে মানুষের কাজের সামাজিক দিকটি গুত্ব পাবে। এবং ক াজকে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে আবশ্যিক মানবিক কর্তব্য হিসাবে, স্বার্থপরতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ সমর্থনের উন্মাদনাকে একটা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে।

এহেন রাষ্ট্রনায়কের মানসিকতা এমন একটি দেশে যেখানে অধিকাংশই মরাশক্তির তাঁবেদার ও কায়েমি শক্তির ধারণার বাহক সেখানে উৎসাহিবর্গের রোষ তো উৎপাদন করবেই। যার উদাহরণস্বরূপ নিকসন এবং তার প্রশাসন এহেন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বানচাল তো করতে চাইবেই। ঐ নির্বাচনে খ্রীষ্টান ডেমক্রেটিক পার্টির টমিকের ভাষ্য থেকে জানতে পারা যায় লক্ষ লক্ষ আমেরিকান ডলার খরচা করা হয়। এবং টমিক, তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, অবশ্য এই অর্থ নেননি। এবং কিসিঞ্জার তো আমরা দাঁড়িয়ে দেখবো। যখন খ্রীষ্টান ডেমক্রেটিক পার্টি শর্তসাপেক্ষে আইয়েন্দেকে কংগ্রেসের ২৪ তম অধিবেশনে চিলির রাষ্ট্রপতি হিসাবে সমর্থনের জন্য ৭৫ জন প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেন ঠিক তখনই সংবিধানের প্রতি আনুগত্যশীল এবং আইয়েন্দের পূর্ণ আস্থাসম্পন্ন সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক Rene Schneider cherequ - কে আক্রমণ ও অপহরণের চেষ্টা করা হয়, কারণ তিনি বলেছিলেন, "সৈন্যবাহিনী পরিবর্তন আটকাতে পারে না। চিলির মানুষ কখনও তাদের জয় যা তাদের জৈবনিক পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাবে, ছিনিয়ে নিতে পারে না। এই মুহূর্তে মিস্টার আইয়েন্দের সরকারই উদ্দাম জনবিপ্লব থামাতে পারে।" এই কথার মূল্য দিতে হল, আততায়ীর ৪৫ ক্যালিবারের রিভলবার ফাঁকা হয়ে গেল সেনাধ্যক্ষের বুকের ওপর। এই সময় সি আই এ চিলির সামরিক বা হিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল এবং আইয়েন্দে বিরোধী একটি সামরিক বিদ্রোহ সংগঠনের চেষ্টা করছিল। এবং প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন "orders to prevent the socialist rise to power, hoping to prevent the creation of another Soviet Ally in the Western Hemisphere." পাঠক, এ ভাষ্য "CIA Plot against Allende: Operating guidance Cable" . (October 16, 1970). কিন্তু এই সরকারকে আটকানো যায় নি কারণ ওটা ছিল জনগণের সরকার।

লিন্তিন দেখলেন সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে আইয়েন্দেকে, শুনলেন তাদের কথা। "আমাদের দায়িত্ব হল গরীব মানুষের স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা এবং সালভাদোর আইয়েন্দের স্মৃতি তাদের কাছে কতটা জীবন্ত সেটাই সিনেমার ভাষায় ধরে রাখা।" এই হল লিন্তিনেরকাজ ও কাজের উদ্দেশ্য। "আমি সব সময় তাঁকে ভোট দিয়েছি, তাঁর বিরোধীকে কখনই নয়" অথবা তাঁর স্পর্শ সামগ্রীও থেকে গেছে মানুষের কাছে স্মৃতি চিহ্ হিসেবে কিংবা "আমার ছোটো ছেলেকে আমি চেনাই কে রাষ্ট্রপতি ছিলেন। যদিও তিনি যখন চলে গেছেন, আমার নবছর মাত্র বয়েস" অথবা কাউকে তিনি কি আইয়েন্দে -পন্থী কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর দিলেন, "ছিলাম না, এখন হয়েছি।" কোথাও দেখা গেল ভারজিন মূর্তির পিছনে আইয়েন্দের ছবি। এজন মহিলা বললেন, "সালভাদোর আইয়েন্দেই একমাত্র রাষ্ট্রপতি যিনি মহিলাদের অধিকারের কথা বলেছিলেন।" অনেকেই বলেছেন তাঁরা এখনও রাষ্ট্রপতির প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছেন। এর থেকে মনে হতে পারে যে, অ াইয়েন্দের একটি জনপ্রতিমা গড়ার চেষ্টা হয়েছে আর তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিপূজা-যেমন হয়েছে বোদ্ধাদের কলমবাজিতে। কেন একজন মানুষ উপকথায় পরিণত হলেন—এবার দেখুন সেই অনুভবের ইতিহাস।

আইয়েন্দে প্রথমেই অধিগ্রহণ করলেন সরকারিভাবে তামা, ক্ষার এবং কয়লা শিল্পকে যা বিদেশী বিশেষত আমেরিকার শিল্পপতিদের অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্র ছিল। এরপর অধিগৃহিত হল ব্যাঙ্ক এবং বৈদেশিক বাণিজ্য, রেল ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ। যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অপরাপর গুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে নিয়ে আসা হল সরকারের অধীনে। কিছু শিল্পপতিদের অবাধ একচেটিয়া আধিপত্যের গতিরোধ হল। Popular Unity Govt. যখন সরকারে এল তখন দেশের দু'লক্ষ জমির মা লিকের মধ্যে মাত্র তিন-চার হাজার ভূম্যধিকারী অধিকাংশ জমি নিয়ন্ত্রণ করত। এ সমস্যার কথা আইয়েন্দের সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন। জমির ওপর মুষ্টিমেয়ের একাধিপত্য বন্ধ হল। আর অবহেলিত আদিবাসী Mapuche জনগোষ্ঠির সমস্যাও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হল। শতাব্দিব্যাপী অত্যাচার ও বঞ্চন ার শিকার ছিল এই আদিবাসী সম্প্রদায়। বড় ভূস্বামীরা তথাকথিত সংরক্ষণের পরোয়া না করে তাদের জমি দখল করে নিচ্ছিল। আইয়েন্দে সরকার এই স্বেচ্ছাচা রিতা বন্ধ করতে একটি নতুন আইন পাশ করলেন। এই আইন বলে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত জমি আর ভূস্বামীরা কিনতে পারবে না। তাদের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠা এবং আলাদা বিচারালয়ের ব্যবস্থা হল, যা আগেও ছিল। তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা হল।

এছাড়া মহাদেশীয় প্রভুদের সাংস্কৃতিক আক্রমণকেও প্রতিরোধের ব্যবস্থা হল। কেমন ছিল এই আক্রমণ? সৈন্যবাহিনীর জন্য এরা রপ্তানি করত অস্ত্রসম্ভার আর সাধ ারণ মানুষের জন্য চিহীন সাংস্কৃতিক পণ্য। গার্সিয়া মার্কেস তাঁর 'মোড়োলের শরৎ' এ বর্ণনা করেছেন এই নির্লজ্জ আক্রমএনর চেহারাটা। সেখানে বলা হয়েছে মা র্কিনিরা ঋণ দেয় পরিবর্তে দাবি করে সীমান্তবর্তী সমুদ্রে মাছ ধরার অধিকার। কখনও এমনও প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, ঋণ নিলে তো সুদ দিতে হবে, তার চেয়ে টফি চকোলেট আর নগ্ন নারীর ছবির বদলে ছেড়ে দেওয়া হোক এই অধিকার। প্যারিস রিভিউতে প্কাশিত ইন্টারভিউতে বৈদেশিক ঋণের জন্য একটি দেশের সমুদ্রে মাছ ধরার অধিকার ছেড়ে দেওয়ার সত্যতা সম্পর্কে প্রা করা হলে মার্কেস বলেছেন-'মোড়োলের শরৎ' বইটি আগাগোড়া ঐতিহাসিক এবং উল্লিখিত ঘটনাটি ঘটেছিল এবং আরও বহুবার ঘটবে। এবং তিনি আরও বলেন যে, বাস্তব ঘটনা থেকে যা ঘটবে তাকে আবিষ্কার করাই ঔপন্যাসিক বা সাংবাদিকের কাজ। এই অ াক্রমণের বিদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন আইয়েন্দে। পপুলার ইউনিটি সরকারের পক্ষ থেকে একটি রাজনৈতিক ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। সেই ইস্তাহারে আহ্বান জানানো হয় একটি সুস্থ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ার, বলাবাহুল্য চিলির সার্বিক মূল্যবোধকে পুনর্জীবিত করতে, যেখানে ঐতিহ্যও অবহেলিত নয়। প্রথম রাষ্ট্রপতি হিগিনস্ থেকে খনি শ্রমিক এবং কৃষক সবাইকে স্বীকার করেনেওয়া হয় চিলির ঐতিহ্যের পূর্বসুরী হিসাবে। এবং বলা হয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যেচিনে নিতে হবে তাদের যারা ক্রিয়াশীল। বলা হয়, বিপ্লব জনগণ ও শিল্পীর মধ্যে সেতুবন্ধনের কর্মকান্ড। জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন শিল্প পণ্যদ্রব্য সংস্কৃতির অধিকারকে জনগণের অধিকার হিসাবেই বিবেচনা করতে হবে, কোনো বিশেষ গোষ্ঠির সম্পত্তি হিসাবে নয়। আইয়েন্দের সরকার চলচ্চিত্র শিল্পকে জ াতীয়করণ করে মিগেল লিন্তিনকে তার প্রধান নিযুক্ত করে। কিন্তু এই সরকার বেশীদিন ক্ষমতায় থাকতে পারে নি। কারণ উত্তরের হাওয়া ঝড়ে পরিণত হয়েছিল

লিন্ডিন বলেছেন -'The Nixon administration played a very crucial role. It is clearly documented that the Nixon government financed the military coup in Chile.' নেদা বলেছেন-নির্বাচনে আইয়েন্দের জয় শাসক শ্রেণীর মনে এনেছিল আতঙ্ক। এই প্রথম তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের রচিত আইনেই মানুষের কল্যাণের জন্য একদিন তাদের সরে যেতে হবে।.....অবশ্য পরে আবার সুযোগ এলে শোষণের জন্য স্বদেশে ফিরে আসার পরিকল্পনাও তাদের ছিল। নেদাই ঠিক। তারা, that minority which was waiting in the shadow for the opportune to strike back.' সম্ভবত ফিরে এসেছিল ১৯৭৩ এর ১১ই সেপ্টেম্বর। চিলির বিমানবাহিনী মানোদা প্রাসাদের ওপর বোমা ফেলেছিল----দাউ দাউ আগুনে জ্বলে ওঠা প্রাসাদের মধ্যে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে একটা গোটা বাহিনীর সঙ্গে লড়ে আইয়েন্দে নিহত হলেন। অথচ পরবর্তী অনেক নথিপত্রে আইয়েন্দের মৃত্যুকে নিছক আত্মহত্যা বলে চালানো হয়েছে। আবার একজনতো বলেই দিয়েছেন যে, তাঁর কাছে প্রমাণও আছে এর। অথচ তার সবিশেষ উল্লেখ নেই তার বইতে। (দ্রঃ Pinochet the power of politics : Genero Ariguda.) গার্সিয়া মার্কেস বলেছেন (এবং এটা একটা প্রমাণ তো বটেই) যে, গুপ্তচর বিভাগের একজন প্রাক্তন মার্কিন সদস্য বলেছেন--রাষ্ট্রপতির দেহটা ছিল খন্ড বিখন্ড আর মস্তিষ্কের অংশ সারা দেওয়ালে আর মেঝেতে ছিটিয়ে পড়েছিল, এবং সেই কারণেই নাকি আইয়েন্দের বিধবা পত্নীকে কফিনে তাঁর মুখ খুলে দেখানো হয় নি। ''কিন্তু সেদিন স্তম্ভিত ঝিবাসী এটা ভালভাবেই জেনেছিলেন যে বোমা মেরে রাষ্ট্রপতি ভবনকে ধবংস করার অব্যবহিত পরেই ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয় বাহিনী তাঁর বিধবস্ত বাসগৃহকে ঘেরাও করে সেখানে প্রবেশ করে। ....আইয়েন্দে বাদের গন্ধে ভরা ঘরে তাঁর শত্রুদের সাথে মুখোমুখি হবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন (অনুস্মৃতি নেদা)।

চিলির ইতিহাসের ভিন্ন পথে চলায় ইচ্ছুক আর এক প্রেসিডেন্টকে আত্মহত্যা করতে হয়ে ছিল প্রায় একশো বছর আগে তিনি দেশের পক্ষে স্রোতের বিদ্ধাচারণ করেছিলেন। তাঁর পরিণতিকে আইয়েন্দের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া শুধু চত্রান্তই নয়, একটি সুচিন্তিত প্রত্রিয়া। চিলির জনমানসে আইয়েন্দের যে ইমেজ ছিল তাকেই বিকৃত করার প্রবণতা সাংস্কৃতিক আত্রমণের আর একটা দিক। যে তীব্র সমাজচেতনা থেকে গড্ডালিকা প্রবাহের বিদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে চিলিকে পৃথিবীর সামনে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন তিনি এবং নিজেও সেই উজ্জ্বলতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছিলেন তাকেই খাটো এবং হেয় করত এই আত্মহত্যার গোয়াবেলসীয় প্রচার যাতে আইয়েন্দে চিলির শহীদের মর্যাদায় ভূষিত না হতে পারেন। কেউ কেউ এই সরল সমীকরণকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। টমিক বলেছেন, আইয়েন্দের মনে বালমাসেদার পরিণতির চেহারাটা ছিল। বলাবাহুল্য এই সরল সমীকরণে উত্তরের হাওয়ার প্রভাব প্রচন্ডভাবে বর্তমান। আসলে এই প্রচারের মধ্যে নিহিত থাকে এই হুঁসিয়ারি যে; প্রচলিত ব্যবস্থারই বিদ্ধে এগোবার চেষ্টা করলেই তার অনিবার্য পরিণতি হবে, আইয়েন্দের যা হয়েছিল তাই। আবার ,তাঁর সংস্কারে ও কার্যাবলী সম্পর্কে হতাশরূপ হাজির করার চেষ্টা যাতে এ ধারণা জনমানসে গৃহীত হয় যে আইয়েন্দের সংস্কারগুলি ছিল অপরিণামদর্শী এবং অসময়োচিত। কিন্তু তা করা সম্ভব হয়নি কারণ তারা তো বলেই ছিল---এটা একটা বাজে সরকার কিন্তু আমার সরকার।

তা বলে আইয়েন্দের সংস্কারগুলি ত্রুটি বিমুক্ত নয়। ১৯৭২ সালেই চিলিতে সংকট তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৭৩ এ আকাশছোঁয়া জিনিসপত্রের দাম, বিদেশী ঋণ কমিয়ে দেওয়ায় খাদ্যাল্পতা, ধর্মঘট এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাসে চিলির নাভিশ্বাস ওঠে। তথাপি একথা বলা যায় যে, আইয়েন্দের শাসনকাল অত্যন্ত স্বল্প সময়ের এবং সম্মিলিত বিরোধী শক্তির বিদ্ধে তিনি একা হয়ে গিয়েছিলেন যার মধ্যে উত্তরের আর্থিক মদতও ছিল। একটা বিরাট শক্তির বিদ্ধে লড়াইয়ে তিনি জিততে পারেন নি। তবে তিনি চেষ্টা করেছিলেন মানুষেরপক্ষে। তাই তাকে হতাশ রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে বিস্মৃতির মধ্যে ঠেলে দেয়নি মানুষ। গ্যালিলেও কে সত্যভাষণের জন্য নির্বাসিত করেছিল চার্চ কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষির। ভয় দেখিয়ে, চাবুক মেরে আইয়েন্দেকে ভোলানো যায় নি। বরং তিনি হয়ে উঠেছেন উপকথা। চিলির মানুষ এখনও ঝিাস করে তিনি একদিন ফিরে আসবেন।

সালভাদোর আইয়েন্দের মৃত্যু লিউকোমিয়া বাড়িয়ে দিয়েছিল চিলির প্রাণের কবি পাবলো নেদার। আইয়েন্দের নিহত হবার পর মাত্র বারো দিন বেঁচেছিলেন নেদা। পাঠক লক্ষ করবেন নেদার অনুস্মৃতি হঠাৎই থেমে গেছে আইয়েন্দের মৃত্যুর বর্ণনায়। আইয়েন্দে মৃত্যুর খবর পর সান্তিয়াগোতে রোগ শয্যায় শুয়ে কবি বলেছিলেন, 'আমি আর বাঁচবো না।' অনুস্মৃতির শেষটা এরকম, 'মহিমান্বিত সেই শবদেহের সর্বাঙ্গে ছিল বুলেটের চিহ্, সে বুলেট বেরিয়ে এসেছিল চিলিরই সেনাবাহিনীর মেশিনগানের লন থেকে-চিলির যে সেনাবাহিনী বিদেশী প্রভুদের খুশী করতে তাদের নিজেদের দেশকে আর এক বার প্রতারিত করলেন'।

সেই প্রতারকদের দলপতি ছিল সামরিক জুন্টার সর্বময় কর্তা, বেশ কিছু কালের জন্য চিলির ত্রাস,অগাস্তো পিনোচেত। সে বলেছিল 'Never a leaf moves in Chile without my knowing of it' সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা সামরিক অভ্যুত্থানের আগে তার চেহারাটা ছিল 'Legislative Officer' এর যে নাকি সৈন্যবাহিনীর আইনানুগ ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছে। কিন্তু ক্ষমতার দাম্ভিক বাস্তবতার চেহারাটা হল ওপরের মন্তব্যটি। হিটলারের দলের নামেও Socialist শব্দটা ছিল। পিনোচেতের নেতৃত্বে এবং উত্তরের প্রভুদের সাহচর্য ও প্রশ্রয়ে সামরিক অভ্যুত্থানের নামে যে সন্ত্রাসে সংগঠিত হয়েছিল তাতেই বিশ্বের মানবিক সংগঠনগুলির দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল চিলি। পনেরো হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল, নির্বাসিত হয়েছিল তার চেয়ে বেশী-ধর্ষিতা হয়েছিল বহু রমণী-শিক্ষিতা অভিনেত্রীও বাদ যান নি-বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল বহু মানুষ। উত্তরের প্রভুদের মতই পিনেচেতও ছিল কমিউনিষ্ট বিরোধী। কমিউনিষ্ট বলতে সেবুঝত বিশৃঙ্খল খুনী জন্তু বিশেষ। সে বলেছিল, কমিউনিষ্টরা সমস্ত রকমের অরাজকতার জন্মদাতা। তাদের রচিত সামাজিক,অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অরাজকতা থেকেই সন্ত্রাসের জন্ম। কিন্তু পিনেচেতের অপরাধের তালিকা হুবহু যদি তুলে ধরা যায় তাহলে হিটলারের মত অতি বড় অত্যাচারীও লজ্জা পেয়ে যাবে। সারা পৃথিবীর মানবাধিকার সংগঠনকে কলা দেখিয়ে সে চিলির জনগণের ওপর লেলিয়ে দিয়েছে তারপুলিশ এবং শাসনব্যবস্থাকে। সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্রের ধবজাধারী উত্তরের প্রভুরা কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে ছিল। তারা দেখতেই পায় নি।

ক্ষমতায় এসেই যথারীতি আইয়েন্দের সরকারকে বহু অপরাধে অভিযুক্ত করল সামরিক জুন্টা। পিনোচেত নিজেকে তুলে ধরল গণতন্ত্রের ধবজাধারী হিসাবে। বলা হল,আইয়েন্দের সরকার জাতীয় ঐক্য ধবংস করেছে। ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে এবং এই সরকার একটি বেআইনী সরকার যে মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। সেই অধিকারের মধ্যে ধর্মঘটের অধিকার ছিল, ছিল বাক স্বাধীনতার অধিকার। ভাবা যায় ! পিনোচেতের এই মুখোসের আবরণ সরে গেল অনতিবিলম্বে। ১৯৭৩ এর অক্টোবর ছিল খুনের মাস (the month of executions)। বহু লোক নিহত হয়েছিল, দ্রুত তৈরি যুদ্ধ পরিষদ বিচারে অধিকাংশের মৃত্যুদন্ড বিধান করেছিল। অনেককে আবার বিচারের প্রহসনের আগেই গুলি করে মারা হয়েছিল। উত্তরের পিসাগুয়া থেকে দক্ষিণের ভালদিভিয়া পর্যন্ত চলেছিল নির্বিচার হত্যাকান্ড। ১৯৭৩ এ চিলির ঝিবিদ্যালয় দখল করে নিল পিনোচেতের গুন্ডারা। বরখাস্ত করা হল সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনকে।

নভেম্বরে নির্বাচক মন্ডলীর তালিকা বাতিল করা হল। এবং রাজনৈতিক কারণে যে কোনো ব্যক্তিকে নির্বাসিত করাকে আইনগত করেছিল। নতুন নিয়ম প্রবর্তন করা হল যার মাধ্যমে সরকারের অধিকারে রইল বিরোধী রাজনৈতিক দলের সভ্যদের নাগরিকত্ব বাতিল করা। ১৮৭৪ এর জানুয়ারীতে অমার্কসীয় রাজনৈতিক দলগুলির সাময়িকভাবে বরখাস্ত হওয়ার মেয়াদ আরও বাড়ল। ১৯৭৭ এর মার্চ মাসে এই বরখাস্ত হওয়া পাকাপাকিহল। জুন্টা তাদের সম্পত্তিও ত্রোক করল। ম ার্চ মাসে নাগরিক সমিতি এবং অন্যান্য সংগঠনগুলি, যেমন বৃত্তিমূলক শিক্ষার ইস্কুলগুলি এবং কমিউনিটি সেন্টার প্রভৃতিগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হল। জুন্টা ঘে াষণা করল ঃ যথাসময়ে গোপন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এও আর এক ধাপ্পা। দ্বিতীয় দফায় শু হল মিলিটারির নিষ্ঠুর অত্যাচার। প্রথমে এর নেতৃত্বে ছিল মিলিটারি পুলিশ, পরে তৈরি হল DINA –এটা ছিল একটা এজেন্সি। তাদের গুপ্ত এজেন্ট নিয়ে একটা পরিকাঠামো ছিল, ছিল নম্বরবিহীন গাড়ি অ ার গোপন কয়েদখানা এবং তার এজেন্টদের ছিল কাজ করার নামে অত্যাচারের অবাধ স্বাধীনতা।

এই সময়ে সামরিক জুন্টার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় খুবই গুত্বপূর্ণ ছিল। মানবাধিকার লঙঘন চিলিতে বিদেশী উদ্‌বাস্তুদের অবস্থান এবং চিলির মানুষদের অবস্থা যারা বিদেশী দূতাবাসে আশ্রয় চেয়েছিল। অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরেই আটশো বিদেশী, তাদের মধ্যে অধিকাংশই উদবাস্তু, রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং খ্রীষ্টান চার্চের কাচে আশ্রয় চেয়েছিল। পরের দিনগুলিতে হাজার হাজার চিলির বাসিন্দা বিদেশী দূতাবাসের সামনে ভিড় করে আশ্রয় ভিক্ষা করেছে। Inter American Commission on Human Rights হিসাব দিচ্ছে এরকম। সামরিক সরকারের দুবছরের শাসনের মধ্যে শুধু মাত্র রাজনৈতিক নিপীড়নের ভয়ে কুড়ি হাজার মানুষ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এর পরে দেখা যাচ্ছে সুইডেন, ফ্রান্স, কোলোম্বিয়া ভেনিজুয়েলা, ইতালি, বেলজিয়াম এবং পশ্চিম জ র্মানি এবং মেক্সিকোর সঙ্গে সামরিক জুন্টার সংঘর্ষ বাধে উদবাস্তু সমস্যা কেন্দ্র করে। এক বৃটিশ মহিলারলীলতাহানিকে উপলক্ষ করেবৃটিশ সরকার তার র াষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নেয়। ফ্রান্স এবং পশ্চিম জার্মানি জানায় যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিলেই চিলিকে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাবটা বিবেচিত হবে। সবচেয়ে মজার কথ া হচ্ছে যে, এমন অবস্থায়ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের নিকসন ও ফোর্ড প্রশাসন অবাধ ও অগাধ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সামরিক জুন্টার দু-তিন বছরের শাসনক্ষমত ায় ঋণ দেওয়া হয়েছিল আইয়েন্দের সময়ের প্রায় ১০ গুণ।

আমরা শুধু থাকার ঘর, পেটের খাবার নিয়েই চিন্তিত নই...আমরা শুধু চাই, ওরা যা কেড়ে নিয়েছে, আমাদের কথা বলার অধিকার। 'লিন্ডিনকে বলেছিল মহিলার া'' চিলির মানুষের আত্মসম্মানবোধ আর স্বাতন্ত্রের ধারণা মরেনি তাহলে! মরবে কি করে? চিলির মানুষ লিখে রেখেছে ইসলানেগ্রার শক্ত বেড়ার গায়ে 'সেনাপতির দল, ভালবাসা কখনও মরে না' অথবা 'আইয়েন্দে আর নেদা বেঁচেই রয়েছেন'-চিলির মানুষেরা। নেদা বলেছিলেন, মন্দ ভাগ্যের প্রতিষেধক হচ্ছে কবিতা। নেদা বা ড়ি সাজানোতে ব্যবহার করেছিলেন বহুবিধ বিচিত্র সব জিনিস্‌। সেই বৈচিত্র্য সহ্য করতে না পেরেই তারা মন্দভাগ্যের দোহাই দিয়েছিল, আর তার উত্তরে নেদার উত্তর আপনারা পেয়েই গেছেন।

অনুস্মৃতির পাতায় পাতায় নেদার বহুবিচিত্র সখের ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। ভাঙাচোরা সমুদ্রের ঝিনুক, জাহাজের ভাঙা টুকরো ভয়ঙ্কর আকৃতির মথ আর প্রজাপতি, অদ্ভুত সব কাঁচ আর বড়বড় পাত্র-কি নেই তাঁর সংগ্রহে। ইসলা নেগ্রা সমুদ্রের ধারে পুরেনো বাড়িটা হয়ে উঠেছিল সকলের কাছে তীর্থস্থান। লিখতে হলে কোনো জায়গা চাই, তাই খুঁজতে খুঁজতে সমুদ্রোপকূলে ইস্‌লা নেগরায় একটি বাড়ি পেলাম।.....ইস্‌লা নেগরায় উত্তাল সমুদ্রতীরে নির্জন কুটীরে আমার সমস্ত অনুভূতি আর আসক্তি নিয়ে সাহিত্যের জগতে গান হয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো- ''চিলির সঙ্গীত'' (অনুস্মৃতি)। রঙচঙে টুপি আর আন্দিয়ান টুপি পরে পোপের মত ধীর পদক্ষেপে হাজির হতেন নেদা। নিজের খেয়ালে বাড়ির স্থাপত্য পাল্টে দেওয়াই ছিল নেদার অন্যতম সখ। রবীন্দ্রনাথও এক বাড়িতে বেশিদিন থাকতে পারতেন না। নেদার বাড়িটির মনে রাখার মত একটা পরিবর্তন হল খাওয়ার ঘর থেকে থাকার ঘরটাকে আলাদা করে দেওয়া, ফলে উঠোনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে একটা ঘর থেকে আর একটা ঘরে, বর্ষার সময় সহৃদয়ে ছাতা ধরা হবে মাথায়। কবির খেয়াল ও তাঁর আন্তরিকতা। ঝিনুক সংগ্রহের কারণ স ম্পর্কে তিনি লিখেছেন 'ঝিনুকের স্বচ্ছতা-চাঁদের মত তার শুভ্র রং..... আমি অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।' নোবেল পুরস্কারের টাকায় নর্মান্ডিতে একটি আস্তাবল কিনে তাকে বাসযোগ্য করে নিয়েছিলেন। ঘসা কাঁচের জানালা দিয়ে আলো এসে কবিকে রঙীন করে দিত। তিনি বিছানায় বসে বন্ধুদের স্বাগত জান াতেন। আমাদের মনে আছে মংপুতে চায়ের বিরাট আয়োজন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা করতেন কাঁচের জানালার সামনে কখন সূর্যোদয় হবে। যাই হোক প্রচুর কড় াকড়ি সত্ত্বেও চিলির মানুষের মনে নেদার চিত্র ক্যামেরার রোলে ঢুকে পড়ে স্বৈরাচারীর অজ্ঞাতেই । কবির এই স্মৃতির ওপর কম অত্যাচার চালায় নি জুন্টা। তাঁর বিশাল বইএর সংগ্রহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর যাযাবর জীবনের সংগ্রহ হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাঁর স্মৃতিকে মুছে দেবার প্রবল চেষ্টা হয়েছে। কারণ তিনি কমিউনিষ্ট এবং আইয়েন্দের বন্ধু ও সমর্থক তথাপি সেখানে লিখিত শব্দগুলি যে কাঁপিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীকে, জাগিয়ে দিচ্ছে জীবনকে এ বাড়িতে বপন করা ভালবাস ায়। আর সেই ভালবাসার টানে উত্তাল হয়ে ক্যামেরাম্যান উগো তার জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছিল। হয়ত সে ডুবেই যেতে পারতো।

আইয়েন্দে ক্ষমতায় এসেই জমিদারদের মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো ছেঁটে কৃষকদের সংগঠিত করেছিলেন এক সক্রিয় পরস্পর নির্ভরশীল সম্প্রদায় হিসাবে। সানফার্ণান্দো উপত্যকার বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চলে সংগঠিত করেছিলেন বিরাট কৃষক সম্প্রদায়কে। এখানেই ছবি তুললেন মিগেল লিন্ডিন ডন নিকোলাস পালাসিয়াসের মূর্তির। পালাসিয়াসের মহান গ্রন্থ 'চিলিয়ান রেস'এ একথা বলা হয়েছে যে, খাঁটি চিলিয়রা, প্রাচীন গ্রীসের হেলেনেসদের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ তারাই লা তিন আমেরিকা চালাবে এবং তাকে নিয়ে যাবে মুক্তির পথে। এই এলাকার কাছাকাছি লিন্ডিনের জন্ম। তিনি কোনোদিন কার কাছে ঐ মূর্তির দার্শনিক গুত্বের কথা শোনেন নি। আসলে পালাসিয়াস ইতিহাসে উপেক্ষিত একটি মৃত মতামত। পিনোচেত সেই ঐতিহ্যের মড়াকে উপেক্ষিত ইতিহাসের গুদাম থেকে টেনে বের করেঅ ানলো। আসলে সেই নিজেকে হেলেনেসদের উত্তরাধিকারী হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইছিলো। স্বভাবত এ প্র থেকেই যায় যে, একজন মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে ইতিহ াসে প্রতিষ্ঠা পেতে সে কি কি করেছিল অত্যাচার ছাড়া।

ক্ষমতায় এসেই পিনোচেতের প্রথম কাজ হল জাতীয়করণের দিকে আইয়েন্দের গৃহীত পদক্ষেপকে বানচাল করে দেওয়া। এ ব্যাপারটা ফ্রেই'র চিলিকরণকেও ছা ড়িয়ে গেল। প্রথম দফায় শুধুমাত্র আইয়েন্দে বিরোধিতা করতেই জমিদারদের ফিরিয়ে দেওয়া হল জমি যা-পিনোচেতের মতে এতদিন কৃষকেরা বেআইনীভাবে ভে াগ করছিল। এরপর খনি শিল্প, তামা, ক্ষার আর ইস্পাতকেও সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হল। এবং ছেড়ে দেওয়া হল সেই সমস্ত বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি যেগুলো অ াইয়েন্দে অধিগ্রহণ করেছিলেন। ফলত ইতিহাসের পিছন দিকে হাঁটা শু। আর কি কি করা হয়েছিল চিলির প্রেক্ষিতে?

লিন্ডিন দেখেছেন মাপুচো নদীতে ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্টের জন্য লড়ছে মানুষ এবং কুকুর। এটাই হচ্ছে শিকাগো বয়েস কথিত 'The Chilean Miracle'

এর বিপরীত সত্যটা। যেটা হচ্ছে তার 'manipulative skill' । এর আগেই অবশ্য চিলির টাকার ৩০০ শতাংশ অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে, লোকের মাইনে কমিয়ে, দেশের আর্থিক ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করার ফলে ১৯৭৩ এর অক্টোবরে দাম কমেছে ৮০ শতাংশ, কিন্তু ততদিনে মানুষের আর্থিক সঙ্গতি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই দাম কমলেও ত্রেতা অপ্রতুল। Milton Friedman এর শিষ্য শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির গ্রাজুয়েটরাই ছিল চিলির economic team. তারাই একটা ভেলকি দেখাবার চেষ্টা করেছিল চিলির অর্থনৈতিক জগতে। ত্তন্পুব্বঙ্গ ঞ্জন্দস্তুঞ্চ বক্তৃতায় বলেছিলেন-চিলির প্রয়োজন প্রথমে মুদ্রাস্ফীতি কমানো এবং একটি বাজার অর্থনীতি প্রচলন করা। সেক্ষেত্রে তিনি ধীরে চলার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। চিলির ক্ষেত্রে তিনি নিদান দিয়েছিলেন Shock therapy' যা হল-টাকার অবমুল্যায়ন ঘটানো এবং দেশের বাজার বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। অনেকটা আমাদের দেশের ইদানীং কালের মত। সাধারণ মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা প্রায় দূর হয়ে গেল আর বিদেশী পণ্যে বাজার ছেয়ে গেল। ১৯৭৮-এ দেখা যাচ্ছে চিলির ২৫০ টি উদ্যোগের ৩৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে ৫টি বড় বহুজাতিক সংস্থা। ২২৪ টি পরিবারতান্ত্রিক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছিল মাত্র আশিজন ব্যক্তি। এই 'Shock therapy' র বাহ্যিক ফল কিছু ফলল, যেমন জিনিসের দাম কমা, কিন্তু আমদানি ভিত্তিক অর্থনীতি চিলির জাতীয় শিল্পকে শেষ করে দিল। ফল হল 'প্রসাধন সামগ্রীর বিস্ফোরণ আর জাঁকজমকপূর্ণ রাস্তাঘাট, এসব থেকে চোক ধাঁধানো সম্পদ আর অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সম্পর্কে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হল'। পাঁচ বছরের মধ্যে আমদানি রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল, ছাড়িয়ে গেল ত ার দুশো বছরের পরিসংখ্যান। কিন্তু অচিরেই এই উন্নতির বেলুন ফুটো হয়ে গেল। চিলি পৃথিবীর অন্যতম বিপুল ঋণগ্রস্ত জাতি হিসাবে জগতের সামনে প্রতিভাত হল। আর্ন্তজাতিক ব্যাঙ্কগুলো টাকার থলি উপুড় করে দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ তাদের বিচক্ষণতা ছাড়িয়ে গেল। এই উৎসাহ বর্ধনের পিছনে ছিল World Bank এবং IMF ১৯৮১ সালেও ওর্য়াল্ড ব্যাঙ্ক চিলিকে বলেছে 'Good growth prospect.' । লক্ষ লক্ষ ডলার ঋণভারে আনত ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হয় সরকারকে নিতে হল, না হয় লালবাতি জ্বলে গেল। একটা সময় দেখা গেল ঋণের সুদও ঋণে পরিণত হচ্ছে। এ সেই শিকাগো বালকদের চপলমতির ফল। বলা হচ্ছে By 1983 the experiment of Chicago Boys appeared to the country as a striking example of a policy that had defeated itself.' আসলে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি ভিন্ন খাতে বয়। একথা Friedman এর শিষ্যরা বুঝতে পারে নি। গার্সিয়া মার্কেসের The Autumn of the Patriarch উপন্যাসে রাষ্ট্রনায়ক একসময় এই অনুভবে পৌছয় যে, তাঁদের সমস্ত কিছু এমনকি অর্ন্তবাস পর্যন্ত আমেরিকার কাছে দেনার দায়ে বাঁধা পড়ে গেছে। পিনোচেতের একান্ত অনুভব কিরকম ছিল তা জানার সুযোগ আমাদের নেই। তবে এটা জানা আছে যে ১৯৭৩-এ ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত অর্থাৎ একজন অসামরিক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা সমর্পণের সময় পর্যন্ত তাকে কেউ ছুঁতেও পারে নি। কারণ জেনারেল পিনোচেত তার সমস্ত অপরাধমূলক কাজকর্মের বিদ্ধে, সম্ভাব্য অভিযোগের বিদ্ধে চিলির আইন অনুযায়ী একটি বর্ম তৈরি করে রেখেছিলেন। বর্মটা হল চিলির কংগ্রেসে একজন honoured and non elected senator for life since 1998.' কিন্তু সেই বর্ম সরে যায় সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তে। ১৯৯৮ সালের ২০ শে জানুয়ারী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং খ্রীষ্টান ডেমক্রেটিক পার্টি তারবিদ্ধে ব্যাপক হত্যা, জাতীয় সম্মান ও নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগ আনে, কিন্তু সেই অভিযোগ The chamber of deputies subsequently defeated the motion by 62 to 52 votes.' যদিও একবার তাকে অল্পদিনের জন্য কারাদ্ধ হতে হয়েছিল।

পিনোচেতের ক্ষমতার মূলত তিনটি স্তম্ভ (১) সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিকে সংহত করা, (২) এটা করতে সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে সংহত করে একটি কেন্দ্রিয় পুলিশবা হিনী তৈরি করা, (৩) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র বাহিনী। এছাড়া মুখে বহুবার ঘোষণা করলেও যে, সে একাই রাষ্ট্রপ্রধান থাকবে না এবং এই র াষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া, পিনোচেত আসলে কিন্তু তার সময়ের অফিসারদের সরিয়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত তণ অফিসারদের নিয়োগ করেছিল যারা তার থেকে পদমর্যাদায় অনেক নীচের। তাদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা অনেকটা কাফকার উপন্যাসে Joseph K. এর সঙ্গে তার ওপরওয়ালার মত। এই সমস্ত অফিসার তাকে চেনে কম এবং আদেশ মেনে চলে অন্ধভাবে। এবং তাদের মধ্যে যে মনোভাব বর্তমান তাতেই বোধ করি পিনোচেতের পরাজিত অস্তিত্বটি আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়ে পড়ে। এবং যেটা সে চায়নি তা হল ""নতুন অফিসারদের অনেকেই মনে করে আইয়েন্দের হত্যার জন্য, ক্ষমতা দখল করা এবং তার পরের রক্তাক্ত দিনগুলির জন্যে তারা দায়ী নয়-তাদের ধারণা, তাদের হাত পরিষ্কার, গণতন্ত্রে ফিরে যেতে দেশের মানুষের সঙ্গে একদিন একমত হওয়ার অ াশাও রাখে তারা।" আইয়েন্দের গ্রাহ্যতার এও আর একটা দিক।

লিত্তিন যখন চিলিতে ছবি তুলেছিলেন তখন চিলি বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহে ফেটে পড়ছিল। ১৯৮১-৮৬ এই পাঁচ বছরে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে চিলি আর পিনোচেতের গুন্ডারা নৃশংসভাবে হত্যা করতে থাকে বিক্ষোভরত মানুষকে। খনি শ্রমিক থেকে শু করে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সবাই এই বিক্ষোভে যোগ দেয়। ১৯৮৩ সালের ১১ই মে'র সন্ধ্যায় সান্তিয়োগোর রাস্তায় বাসন পিটে, গাড়ির হর্ন বাজিয়ে জনসাধারণ ব্যস্ত করে সামরিক সরকারের প্রতি তাদের তীব্র অসন্তোষ। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব আন্দোলন সংক্রান্ত যর্থাথ সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় এই বিক্ষোভ এবং ধর্মঘটগুলি সামরিক অত্যাচারের সামনে খাটো হয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই বিক্ষোভকে গণ আন্দোলনের রূপ দিতে পারেনি। এতে মানুষের ওপর অত্যাচার বেড়েছে বই কমেনি। এই স্বীকৃতি কিন্তু মার্কেসের বইএ নেই। সরকারী প্রচার যন্ত্রের প্রসারগুণে এই জনবিক্ষোভ 'Vandalism' আখ্যা পেয়েছে। অথচ লিত্তিনের বিবৃতিতে এই মূল্যায়ন নেই। পরিবর্তে আছে এক দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের কথা যার অধিকাংশ সদস্যই যখন পিনোচেত ক্ষমতায় এসেছে তখন প্রাথমিক স্কুল ছেড়েছে। তারা 'সমস্ত গণতান্ত্রিক বিরোধীদের স্বৈরতন্ত্রের বিদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং অলংঘনীয় মানবাধিকারের নীতিতে বিশ্বাসী।' সেটা অবশ্য পিনোচেত পাত্তাই দেয়নি। এই ফ্রন্ট নিজের নামকরণ করেছিল একজন কিম্বদন্তি যোদ্ধার নামে। তঁ ার নাম ছিল রডরিকোয়েজ। রডরিকোয়েজের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল দেশের বাইরে ও ভিতরের গুপ্তচরবৃত্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার। আর্জেন্টিনার দিকে মে নদোজাতে লড়াই করছিল যে মুক্তিবাহিনী এবং দেশের অভ্যন্তরে যারা আত্মগোপন করে প্রতিরোধ করছিল রডরিকোয়েজ তাদের মধ্যে যোগযোগ রক্ষা করতেন। লিত্তিন তৎকালীন সময়ের সঙ্গে এই সময়ের মধ্যে একটা মিল লক্ষ করেছিলেন। দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের নেতাদের সঙ্গে যোগযোগের প্রকৃতি ও পদ্ধতি অনেকটাই নাটকীয় এবং ডিটেকটিভ গল্পের মত, বিশেষত গোপনে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়াটা। বিভিন্ন সংকেতবার্তা এবং চোখ বন্ধ করে লরিতে বসে য াওয়া এবং একটি হাসপাতাল দেখা। কিন্তু কি কথাবার্তা হল অথবা তাদের লড়াই-এর পদ্ধতিটা কি সে সম্পর্কে কোনো কথা নেই। হয়ত সেটা নির্দিষ্ট রয়েছে লিত্তিনের ছবিটির জন্য।

লিত্তিনের ছদ্মবেশ এতই জবরদস্ত হয়ছিল যে তাঁর মাও তাঁকে চিনতে পারেননি। ভেবেছিলেন হয়ত তাঁর ছেলেমেয়ের বন্ধু হবে। পরিচয় দিতে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। কথাবার্তায় ফিরে আসে পুরনো দিন। কিন্তু লিত্তিন যে ঘরের বর্ণনা করেন এবং যেভাবে তাঁর মা তাঁকে ঘর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন তা আমাদের মেলা

কিয়াদেসের ঘরের কথা মনে করিয়ে দেয়। লিত্তিনের বর্ণনা এরকম-ঠিক ভোর হওয়ার আগে আমার মা উঠোনের মধ্য দিয়ে নিয়ে চললেন কিছু না বলে, হাতে বাতিদানে একটা মোম জ্বালিয়ে, ঠিক ডিকেন্সের উপন্যাসের মত..সবচেয়ে বড় চমক উঠোনের পিছনে সান্তিয়াগোর বাড়ির মত পড়ার ঘর,....অবিকল সেই রকম, সমস্ত জিনিসপত্রও ঠিক আছে। গার্সিয়া মার্কেসের 'one hundred years of solitude' এ মেলকিয়াদেসের বর্ণনায় আছে এরকম ঃ -far from the noise and bustle of the house, with a window flooded with light and a book. Case - আবার আর এক জায়গায় বলা হয়েছে মেলকিয়াদেসের সেই বন্ধ ঘর 'about which the spiritual life of the house resolved in former times' ÛõÑ 'Melquiades' room was immune to dust and destruction. লিত্তিন কথিত 'narratives as raw and spontaneous as our conversation' এ ঢুকে গার্সিয়া মার্কেসের literary punch. তিনিতো বলেইছেন বাস্তবই তাঁর প্রেরণাভূমি।

পিনোচেতের অনুমিত সংস্কৃতির চেহারাটা হল ইতালিতে নির্মিত 'সুখের দ্বীপ' নামের একটি নীল ছবি যেখানে ছিমছাম মানুষেরা আর সুন্দরী মহিলারা একটা ঝকঝকে সকালে সমুদ্রের মধ্যে দাপাদাপি করছে।' রাস্তায় রাস্তায় কারফিউ, পদে পদে মানুষকে হেনস্থা করছে গোয়েন্দা পুলিশ। অথচ অশ্লীলতার ওপর নিষেধাজ্ঞা নেই। যাই হোক খবর এল সামরিক বাহিনীরএকজন জেনারেল কথা বলতে ইচ্ছুক এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একটা বিভেদের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। অতএব যথারীতি আবার দ্বাস পরিবেশ এবং শব্দ সংকেতে বাস্তবের ধারণা দেবার চেষ্টা। কিন্তু বহুবার টেলিফোনে যোগাযোগ করেও দেখা করা হল না। হয়ত দেখা করতে সাহস করল না সেনাধ্যক্ষ। কিন্তু দেখা হল কলেজের দিনের বন্ধু এলেইসার সঙ্গে। সে লিত্তিনকে অনেকটাই সাহায্য করেছিল। আর সাহায্য করেছিল তার শাশুড়ি যাকে লিত্তিন নামকরণ করেছিল প্যারাসুটে ওড়া ঠাকুমা। ভদ্রমহিলার একটা অদ্ভুত খেয়াল ছিল। জীবন যাপনেরএকঘেয়েমি তথা অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে তিনি একটা কাল্পনিক জগতের কথা ভাবতেন যেখানে তিনিই নায়িকা। অবশ্য কানাডাতে গ্লাইডার পাইলট হওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল এবং প্যারাসুটে ওড়ার রেকর্ডও তাঁর দখলে। তিনি লিত্তিনকে সাহায্য করতে সক্রিয় ভূমিকা নিলেন। সান্তিয়াগোর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তিনি সংগ্রহ করলেন লিত্তিনের অভিপ্রেত সংবাদ। লিত্তিনের সকৃতজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে তাঁর সম্পর্কে। কিন্তু দেখা হল না সেনাপতির সঙ্গে।

লিত্তিনের যাবার সময় হয়ে এল। তাঁর পিতৃভূমির ওপর অনুভব ব্যক্ত হল এমন অনুভবে ঃ- যদিও শত শত নির্বাসিতরা চিলিতে বাস করছে কোনো উদ্বেগ ছাড়াই, লিত্তিন কিন্তু এহেন উদ্বেগহীন নির্বাসিতের জীবন কাটাতে চান নি। 'সত্যি বলতে কি যদি ফিল্মটার দায়িত্ব আমার না থাকত, আমার দেশের কাছে, আমার বন্ধুদের কাছে, এবং নিজের কাছে এই দায়বদ্ধতা, আমি পেশা এবং পরিপার্শ্ব পরিবর্তন করে, নিজের মুখোশ খুলে সান্তিয়াগোতে থেকে যেতাম।" তবুও তো তিনি পরবাসী নিজভূমে। তবুও তো তাঁর বিজয়যাত্রার খবর বেরোলো পত্রিকায়। এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বর্ণিত হল কিভাবে তিনি তাঁর যাত্রা শু করে শেষ করেছিলেন। সেই খবর বেলো- "With my photo on the cover and a title that ran, with a touch of Roman Mockery 'Litin came, filmed and went away." এতো তাঁর জয়ী হওয়ার কথা, কিন্তু তাঁর মনের কথা-তাঁর আবেগ-তাঁর ভালোবাসা ফেটে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল ঃ "আমি মিগেল লিত্তিন, ত্রীষ্টিনা ও হারনানের ছেলে, আমার নিজের এই মুখ নিয়ে, নিজের নামে, নিজের দেশে বেঁচে থাকার অধিকার তুমি বা আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।" কিন্তু এ আবেগতো হতে পারে না এমন একজনের যার অবস্থান উগুয়ের ধনীলোকের খোলসের মধ্য। কিন্তু সমস্ত ঘটনাত্রমের চালিকা-শক্তি এই কথা কটি।

উত্তর পাঠ

দেশের বিবেক নির্মাণে সমান ক্রিয়াশীল রাজনীতিক, কবি এবং শিল্পী। আইয়েন্দে হলেন সেই রাষ্ট্রনায়ক যার আইডিয়া আছে প্লেটোর রিপাবলিকে। গড্ডালিকা প্রবাহের কাছে আত্মসমর্পণ না করে তিনি গড়তে চেয়েছিলেন একটি মেদন্ড সোজা জাতি। দিতে কবিতায় বৈশিষ্ট্য। লিত্তিনের ছবির বিষয়। কিন্তু আইয়েন্দে ত্রুটিমুক্ত ছিলেন তা নয়, তা তিনি যতই বামপন্থী হোন না কেন অথবা কিউবার কাছের মানুষ। তাঁর সংস্কারের ত্রুটিপূর্ণতা ছাড়াও তিনি শ্রমিকশ্রেণীকে যথার্থভাবে সংগঠিত করতে পারেন নি। বলা হয়েছে যে চিলির সেনাবাহিনীর এবং বিমানবাহিনী আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিল এবং সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের আগে এই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল, আইয়েন্দে জানতেও পারেননি। এবং কট্টর বামপন্থীদের মতে তিনি শ্রমিকশ্রেণীকে অস্ত্রশস্ত্রেও সজ্জিত করেন নি। আসলে আইয়েন্দে ছিলেন আপাদমস্তক গণতন্ত্রপ্রেমী, সশস্ত্র বিপ্লবের ধারণা তিনি মেনে নিতে পারেনি। তিনি চেয়েছিলেন দেশীয় উদ্যোগে মানুষের অংশগ্রহণ। যদিও সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটা সমঝোতা তাকে করতে হয়েছিল। এবং তিনি অবশ্য সেনাবাহিনীকেও দেশহিতৈষীতে পরিণত করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে মনে হয়, লাতিন আমেরিকার একটা ধারার ব্যাপার আছে। সীমান্তবর্তী সমস্ত দেশেই দুর্দান্ত একনায়কদের অবস্থান। নিষ্ঠুরতা, পাগলামি আর লাগামছাড়া অত্যাচার তাদের বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্রের ধারণাটাও সেভাবে প্রসার লাভ করেনি। উত্তরের মহাপ্রভুর এটাই চেয়েছিলেন। নৈরাজ্য না থাকলে তাদের চলে কি করে। চিলিতে আইয়েন্দের স্বল্পশাসন এক ঝলক আলোর মতন। মানুষ আশা করেছিল-- দেখেছিল আরো আলোকিত পথের ইশারা। আসলে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ আলাদা জাতের। সেখানে মহাশক্তিধরে লাম্পট্য চাপা দিতে মৃত্যু বরণ করতে হয় নিষ্পাপ শিশু ও মানুষকে। দূর মহাদেশে ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দেশ, গ্রাম এবং নিরন্ন মানুষ উজাড় হয়ে যায়। দেশীয় সম্পদ সেখানে বাঁধা পড়ে যায়। নিলাম হয়ে যায় স্বদেশী শিল্প। তাই আইয়েন্দে নিহত হন। প্রতিষ্ঠিত হয় অত্যাচারের রাজত্ব যা পিনোচেতের। আইয়েন্দের স্মৃতি ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্ব। পিনোচেতের মানবাধিকার লঙঘন রেকর্ড হয়ে গেলেও সে ক্ষমতায় টিকে থাকে, যদিও আমেরিকায় সন্ত্রাস সংগঠিত হলে একটু বেকায়দায় পড়লেও সামলে নেয়। এর কারণ কি জানা যায় না। নিকারাগুয়ার বন্দরে মাইন বিছিয়ে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে লালবাতি জ্বালিয়ে, ওয়ার্ল্ড কোর্টে হেরে গিয়েও ক্ষতিপূরণ দেয় না মার্কিনিরা। আসলে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় বিশ্বের কাছে বাগাড়ম্বর যা, আসলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের সম্পত্তি। লিত্তিনের ছবি তোলা বা মার্কেসের বই লেখা তারা থোড়াই কেয়ার করে। মহাশক্তিধরেরা সব জায়গায়ই জোর খাটায়, তা সে পূর্বইওরোপেই হোক কিংবা লাতিন আমেরিকা। চিলির অবস্থায় সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য আছে কিনা সেটা ভাবার বিষয়। আর এই চিন্তা থেকেই আমাদের চিলি নিয়ে এত ওঠাপড়া। বাকিটা, পাঠক আপনার ওপর আমরা ওপরে ছেড়ে দিলাম। --আপনি ভাবুন।

যে বইগুলি আমি ব্যবহার করেছি ঃ--

১) Clandestine in chile—Gabriel Garcia Marquez.
২) চিলিতে গোপনে (অনুবাদ)--বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

৩) Pinochet the Power of politics—Genero Ariguda.
৪) Chile at the turning point—F.G.Gil and others edited.
৫) The New Latin American Cinema-Readings from within.
৬) Chile's days of terror—Jose Iglesias
৭) অনুস্মৃতি (ভবানী দত্ত অনুদিত)—পাবলো নেদা,
৮) Kate Klark.-এর চিলি সম্পর্কিত বইটি

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com